ধর্ম ও সংস্কৃতি

ধর্ম (২০০৯-২০১২)

- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য বজায় রেখে সকল ধর্মের সংস্কৃতি ও চেতনা বিকাশের মাধ্যমে জনগণের নৈতিক গুণাবলী বৃদ্ধিতে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসবগুলো আনন্দপূর্ণ পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন।
- "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার" এ নীতি অনুসরণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ আগস্ট ২০১২ গণভবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রী শ্রী জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন পরিষদ-বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

- মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার এবং দুঃস্থদের পুনর্বাসনে ২৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান। ২১ হাজার ৫২০টি মসজিদ, ঈদগাহ, কবরস্থান সংস্কার ও মেরামত।
- হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার এবং দুঃস্থদের পুনর্বাসনে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান। ৩ হাজার ৭৮৭টি মন্দির ও শ্মশান সংস্কার ও মেরামত।
- ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৯৮টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত।
- ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৯টি খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাজধানী ছাড়াও ৪টি বিভাগ ও ৬০টি জেলা কার্যালয়, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং ৩৩টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচার।

- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে ১১ হাজার ৩৮০টি দেশী-বিদেশী পুস্তক ও পাঠ্য সামগ্রী সংগ্রহ। ৬ লক্ষ পাঠক পাঠের সুবিধা।
- ৪৬ হাজার ১১৫টি বিভিন্ন ধরণের সভা আয়োজন।
- ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে ৪২ হাজার ৪২৯ জন ইমাম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে ৩৯ লক্ষ ৫ হাজার ৪৯৫ জনকে চিকিৎসা প্রদান।
- সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৭ হাজার ৯৪৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২ লক্ষ ২০ বিশ হাজার খুতবা বই প্রণয়ন ও বিতরণ।
- ১০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন শরীফের প্রচার ও প্রকাশনা শীর্ষক একটি কর্মসূচী গ্রহণ।
- আল কুরআন ডিজিটাল ওয়েবসাইট তৈরী। এর মাধ্যমে আরবী, বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদসহ কুরআন পড়া, বোঝা ও শোনার ব্যবস্থা সৃষ্টি।
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ১ হাজার ৯২০ জন ধর্মীয় নেতা ও ১ হাজার ৯২০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নাধীন।
- ৮ দশমিক ৩০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ৭ তলা বিশিষ্ট বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদের শোভা বর্ধন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন। ৩৫ হাজারেরও বেশী মুসুল্লী একত্রে নামায আদায়ের ব্যবস্থা। নারীর জন্য নামাযের স্থান উন্নয়ন।
- মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ২২ হাজার শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৬ লক্ষ ২০ হাজার শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদান, ৭৬৮টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৪ লক্ষ ৮০ হাজার বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা জ্ঞানদান, ১২ হাজার শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার স্কুল পড়ুয়া ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীকে কুরআন শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষাদান।
- ২ হাজার মসজিদ পাঠাগার স্থাপন ও পুস্তক সংযোজন।
- প্রতি বছর হজ্জযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি। ২০১২ সালে বাংলাদেশ থেকে রেকর্ড ১ লক্ষ ১১ হাজার ২৫৪ জন মুসলমান পবিত্র হজ্জব্রত পালন। হজ্জ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য ওয়েবসাইট চালু। এসএমএস সার্ভিসের মাধ্যমে হজ্জ যাত্রীদের প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা।
- হজ্জ পালনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়ায় সৌদি সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসাসহ অভিনন্দন পত্র প্রাপ্তি।
- ওয়াকফ ভবন নির্মাণ। ওয়াকফ এস্টেটগুলোর ডাটাবেইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ। ১৫ কোটি টাকা ওয়াকফ চাঁদা আদায়।

- ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট এবং ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী দেশের আড়াই লক্ষ মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪ হাজার ৮২৮টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার। ১ হাজার ৪৫০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ৫৮ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান। ৫০ হাজার দুর্গা পূজামণ্ডপে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বিতরণ। ৫ হাজার ২৫০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ১০ হাজার জন ব্যক্তি প্রাক প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষাদান। ২ হাজার ৮৮৭ জন হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ গণভবনে শুভ বড়দিন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ খ্রীস্টান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে কেক কেটে উৎসব উদ্বোধন করেন।

- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ট্রাস্টের মূলধন ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় উন্নীত। ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ৩৮৬টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও সংস্কার। কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ বিহারগুলোর সংস্কারে ১০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান। ১ হাজার ১৭০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ধর্মীয় নেতাকে প্রশিক্ষণ প্রদান। পালি-বাংলা অভিধান প্রকাশ।
- হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পাশাপাশি খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন। ৫ কোটি টাকার খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল গঠন। গীর্জাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৪৮ লক্ষ টাকা অনুদান।

সংস্কৃতি (২০০৯-২০১২)

- সহস্রাব্দ প্রাচীন বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র ও সৃজনশীল প্রকাশনার উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ১৯টি জেলা শিল্পকলা একাডেমী ভবন সংস্কার, জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ, ৩৯টি জেলার গ্রন্থাগার নির্মাণ, বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ, কুমিল্লায় নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র স্থাপনসহ ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন। আরও ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- রামুতে রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি কেন্দ্র সংস্কার, জাতীয় যাদুঘরে ২টি বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপন, ঋতুভিত্তিক উৎসব ও ৬৪টি জেলা সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন, বাংলা পিডিয়া: ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব বাংলাদেশের ৩০টি ভলিয়ম প্রকাশনা, শিশু নাট্য উৎসবসহ ৪০টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৫৬ জন সুধীকে একুশে পদক প্রদান।
- একুশে পদক অর্থের পরিমাণ ৪০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকায় উন্নীত।
- বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে ঢাকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী" কবিতার ৯০ বছর পূর্তি উদযাপন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ মে ২০১২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে উদ্‌যাপিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকীর সমাপনী ও ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ভারতের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জী।

- ভারত, জার্মানী, ভূটান, শ্রীলংকা, কুয়েত ও তুরস্কের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন।

- বিশ্বে বাংলাদেশের সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে দেশীয় সাংস্কৃতিক দলের ভারত, মিশর, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ফ্রান্স, ব্রাজিল, জার্মানী, রাশিয়া, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ ২৬টি দেশ সফর।
- ভারত, চীন, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়ার সাংস্কৃতিক দল বাংলাদেশ সফর।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর অংশগ্রহণে ঢাকায় সার্ক সিম্পোজিয়াম অন ফোক ড্যান্স এর আয়োজন।
- ঢাকায় এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কালচারাল ডাইভারসিটি মিনিস্ট্রিয়াল ফোরাম অনুষ্ঠিত। ৩৩টি দেশ অংশগ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ মে ২০১২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মন্ত্রী পর্যায়ের কালচারাল ডাইভারসিটি ফোরাম ২০১২ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। তাঁর ডানে উপবিষ্ট ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা জর্জিভা বোকোভা।

- "ইসলামিক এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন" কর্তৃক ঢাকাকে এশিয়া অঞ্চলের ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী ঘোষণা।
- ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯টি জেলা শিল্পকলা একাডেমী সংস্কার ও সম্প্রসারণ।
- দেশী-বিদেশী চিত্রকর্ম সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের সুবিধা বৃদ্ধিতে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ।
- মরমী শিল্পী হাছন রাজার কর্ম ও সৃষ্টি সংরক্ষণে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সুনামগঞ্জে একটি একাডেমী নির্মাণাধীন।
- ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০টি বাংলা গান ইংরেজীতে অনুবাদ, মুদ্রণ, প্রকাশ ও রেকর্ডিং।
- জেলা পর্যায়ে গ্রন্থসেবা প্রদান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯টি জেলা গণগ্রন্থাগার নির্মাণ। সরকারী গণগ্রন্থাগারগুলোকে তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্তকরণ।
- ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মিনা কার্টুন প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।

- ১৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লালবাগ কেল্লার সংস্কার ও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুর কাজ বাস্তবায়নাধীন।
- গবেষণা জোরদার করার লক্ষ্যে ২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ তলা বিশিষ্ট বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ।
- ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে অপ্রচলিত মূল্যবান নথি ডিজিটাইজেশন।
- বাংলা একাডেমী থেকে খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের জীবনী বিষয়ে ১০টি গ্রন্থমালা ও ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাকরণ প্রকাশ।
- বাংলা একাডেমীতে ভাষা আন্দোলন যাদুঘর ও লেখক যাদুঘর উদ্বোধন।
- বাংলাদেশের সাবেক ১৯টি জেলায় মুক্তিযুদ্ধের তৃণমূল পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাদান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ। ৩টি জেলার গ্রন্থ প্রকাশ।
- ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- জাতীয় যাদুঘরের সংস্কার ও উন্নয়ন। ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে অডিও ভিজ্যুয়াল সিস্টেম ও অডিটরিয়াম আধুনিকীকরণ। ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন এবং স্বাধীনতা-উত্তর বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপন। ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে যাদুঘর অবজেক্ট আইডেন্টিফিকেশন এর ডিজিটাইজেশন। ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাতীয় যাদুঘরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন।
- ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ফরিদপুরে পল্লীকবি জসিম উদ্দিন সংগ্রহশালা নির্মাণাধীন।
- ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে লোক কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন। লোক কারুশিল্প জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।
- ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নজরুল ইনস্টিটিউট সংস্কার ও অডিটরিয়াম আধুনিকীকরণ।
- ১ কোটি টাকা ব্যয়ে নজরুল এলবাম ও গানের সিডি প্রকাশ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নজরুল সঙ্গীত চর্চা ও গবেষণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে কুমিল্লায় নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র স্থাপন।
- ১১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড়, দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির ও বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ সংরক্ষণ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন বাস্তবায়নাধীন।
- দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানগুলো এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণে ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কর্মকর্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বাস্তবায়নাধীন।
- দেশব্যাপী ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলোর পুস্তক ক্রয় ও অবকাঠামো উন্নয়ন বাস্তবায়নাধীন।

- দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে ২ হাজার ১৬৪টি প্রতিষ্ঠানকে ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান।
- ৬ হাজার ২০০ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীকে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান।
- ২ হাজার ৩২১টি বেসরকারী পাঠাগারকে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন প্রণয়ন।
- ভাষা আন্দোলনের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভাষা আন্দোলন যাদুঘর ও বাংলা একাডেমী আর্কাইভস্ স্থাপন।
- মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমীতে মাসব্যাপী একুশে বইমেলা এবং ১৫ দিনব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বই মেলা উদযাপন।
- রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর পূর্তি উদযাপন। ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি বই মুদ্রণ।
- উচ্চ শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৫টি বই বাংলায় প্রণয়ন ও প্রকাশনা।
- ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার বৈচিত্র্য লোকজ সংস্কৃতি সংগ্রহ ও প্রকাশ।
- ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশের খ্যাতনামা সংস্কৃতিসেবীদের জীবন ও কর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা।
- ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি কেন্দ্র সংস্কার।
- ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান রচনা বাস্তবায়নাধীন।
- প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ।
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক ১৮টি গ্রন্থের মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন।
- নিমতলী দেউড়ির সংস্কার কাজ সম্পন্ন।
- ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলা পিডিয়া: ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব বাংলাদেশ ১৫ বাংলা ভলিউম এবং ১৫ ইংরেজী ভলিউম প্রকাশ।

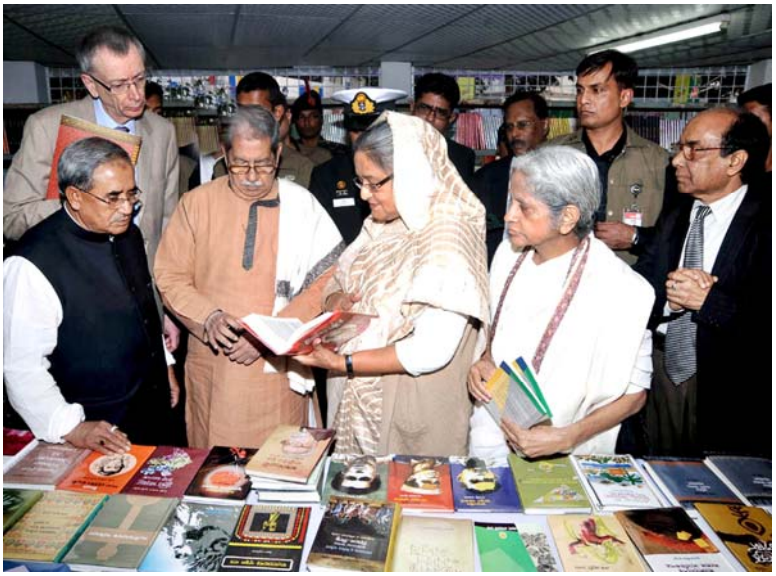

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ বাংলা একাডেমীতে একুশে বই মেলার উদ্বোধন শেষে স্টল পরিদর্শন করেন।

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর আওতায় দেশের ১৯টি জেলায় শিল্পকলা একাডেমী ভবন নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংস্কার।
- বাউল সংগীতের সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নতুন প্রজন্মের ১৭০ জন বাউলকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ১৫০টি বাউল গানের ওপর বই ও সিডি প্রকাশ। ১০০টি বাউলগান ইংরেজীতে অনুবাদ।
- কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় নতুন নাটক, ৬৪টি জেলায় মুক্তিযুদ্ধের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভাগীয় পর্যায়ে নাট্য উৎসব, মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় নাট্য উৎসব এবং মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন।
- বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ। যাদুঘরের লবিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রজেক্টর স্ক্রিনের মাধ্যমে প্রদর্শন। পুরাকীর্তির সংস্কার-সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলোর পর্যটন কর্মসূচী গ্রহণ।
- কুষ্টিয়ার শিলাইদহে অবকাঠামো নির্মাণ। পাথওয়ে নির্মাণ। কুঠিবাড়ি সংস্কার।
- সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র কাচারি বাড়ি মেরামত।
- নওগাঁর পতিসরে রবীন্দ্র কাচারি বাড়ি যাদুঘরে রূপান্তর এবং স্যুভেনির কর্নার নির্মাণ।
- খুলনার দক্ষিণ ডিহিতে সংস্কার ও পুটিয়ায় গ্রুপ অব মনুমেন্টের সংস্কার।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত পদ্মা বোটের আদলে ৮টি পদ্মা বোট ও ১টি চপলা বোট তৈরী। ২টি পদ্মা বোট ও ১টি চপলা বোট ভারতের বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তান্তর।
- শেরপুর, বগুড়ায় খেরুয়া মসজিদ, তাজহাট জমিদার বাড়ি এবং যশোরের এম এম দত্তের বাড়ি সংস্কার।

- বাগেরহাটে কোদলা মাঠের সংস্কার।
- কুমিল্লা জেলার ময়নামতি শালবন বিহারের অভ্যন্তরে উৎখননে প্রথম ও দ্বিতীয় নির্মাণ যুগের নিদর্শন উন্মোচন।
- বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় তাম্রদুয়ার গেট প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন।
- মানিকগঞ্জের বালিয়াটি প্রাসাদ যাদুঘরে রূপান্তর এবং দর্শকদের জন্য উন্মুক্তকরণ।
- আর্কাইভস্ ভবন নির্মাণ।
- মুক্তিযুদ্ধের দলিল-দস্তাবেজ, ছবি, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, আলোকচিত্র, বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, নথিপত্র, পত্র-পত্রিকা, আলোকচিত্র সমন্বয়ে "বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ" শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন।
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক ৩৯টি জেলায় গণগ্রন্থাগার ভবন ও অডিটরিয়াম নির্মাণ।
- শিশু-কিশোরদের মনস্তাত্ত্বিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী কর্ণার স্থাপন।
- ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮৩টি উপজেলা থেকে শিশু নাট্যদল নির্বাচন করে জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন। শিশুদের প্রতিভা বিকাশে সুযোগ সৃষ্টি।
- বগুড়া জেলার সরকারী গণগ্রন্থাগারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও অডিটরিয়াম নির্মাণ।
- বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপন।
- মাসব্যাপী লোক ও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন।
- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে জয়নুল মেলা এবং পৌষ-পার্বণ উপলক্ষ্যে পৌষ মেলার আয়োজন। বড় বাড়ি, সরদার বাড়ি সংস্কার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ২ কোটি টাকা ব্যয়ে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে কলেজ শিক্ষার্থীদের পাঠ প্রতিযোগিতা আয়োজন।
- ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭৮টি উপজেলায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও লোকজ উৎসব আয়োজন।
- ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৪টি জেলায় সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজন।
- দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়ন।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রসারের জন্য ঢাকায় দুই দিনব্যাপী পার্বত্য সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলার আয়োজন।
- বান্দরবানের রোমা উপজেলায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণাধীন।

- রাখাইন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক চর্চা, বিকাশ ও সংরক্ষণে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রামুতে রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট নির্মাণ।
- কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মাধ্যমে রাখাইন সম্প্রদায়ের জন্য রাখাইন "সাংগ্রেন পোয়েহ্" অর্থাৎ "রাখাইন নববর্ষ" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পানি খেলা আয়োজন।
- রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্র ক্রয় এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় মিউজিক ট্রেনিং সেন্টার কাম আর্টিস্ট হোস্টেল স্থাপন।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিহু উৎসব ও হাজংদের দেউলি উৎসব আয়োজন।
- ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন এবং কোচ, গারো, হাজং নৃ-গোষ্ঠীর উপর ডকুমেন্টারী নির্মাণ।
- নেত্রকোণার বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কালচারাল একাডেমীর অডিটরিয়াম নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন।
- ১ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরাঞ্চলের ১৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণা ও প্রকাশনা।
- ৬৪টি জেলার ৪৭৫টি উপজেলায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ঋতুভিত্তিক উৎসব আয়োজন।
- নাটক, নৃত্য, সঙ্গীত ও যাত্রা শিল্প সংগঠনগুলোর মানোন্নয়নে ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান।
- মনিপুর ললিতকলা একাডেমীর মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা, বর্ণলিপি ও তাঁত বুনন কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মনিপুরি রাস উৎসবের উপর গবেষণা বই প্রকাশ এবং অডিও-ভিডিও চিত্র নির্মাণ।
- মৌলভীবাজারে মনিপুরিসহ ১৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের অনুদান ৮০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় উন্নীত এবং ১ হাজার ৪৬২ জনকে অনুদান প্রদান।
- ৫৩০টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১ কোটি টাকা এবং ৫৬২টি বেসরকারী লাইব্রেরীর মধ্যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান।
- রামুতে রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউশন স্থাপন।

...